

ইমাম গাজ্জালীর অর্থনৈতিক দর্শন



প্রফেসর ড. আব্দুল আজিম ইসলামী
মোহাম্মদ গাজানফার

অনুবাদ

নাজিয়া তাসনিম



ইসলামী চিন্তা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
معهد التفكير والبحوث الإسلامي
Institute of Islamic Thought and Research

সূচিপত্র

আমাদের কথা	০৭
অনুবাদের কথা	১৩
ভূমিকা	১৭
ইমাম গাজ্জালী ও তাঁর সমসাময়িক সমাজ	২১
ইমাম গাজ্জালীর অর্থনৈতিক দর্শনের ইসলামী ভিত্তি	২৭
১. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও আখেরাতের কল্যাণ	২৯
২. জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণের ঘাটতি	৩১
৩. অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক চাহিদা ও তাদের ক্রম	৩৩
৪. প্রাচুর্য এবং দারিদ্র্য	৩৪
৫. সম্পদে বণ্টন ও সমতা	৩৫
৬. অপব্যয় ও কৃপণতা	৩৬
৭. অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ও স্বতঃস্ফূর্ত দারিদ্র্য কি স্ববিরোধী?	৩৭
৮. ইমাম গাজ্জালীর স্ববিরোধী মতসমূহের সমন্বয়	৩৯
ইমাম গাজ্জালীর অর্থনৈতিক দর্শন	৪২
১. বিনিময় ব্যবস্থা ও বাজারের বিবর্তন	৪৩
• চাহিদা, জোগান, দাম ও মুনাফা	৪৫
• মুনাফা ও আখেরাতের সওদা	৪৭
• বাজারে মূল্যবোধ ও আখলাক	৪৯

২. উৎপাদন কার্যক্রম, তাদের শ্রেণি ও পর্যায়সমূহ	৫২
• সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন	৫৩
• উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের ক্রম	৫৩
• উৎপাদনের পর্যায়সমূহ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা	৫৫
৩. বিনিময় ব্যবস্থা এবং অর্থের বিবর্তন	৫৮
• বিনিময় ব্যবস্থার সমস্যা এবং মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা	৫৯
• অর্থ মজুত করে রাখা শরীয়ত পরিপন্থী	৬১
• অর্থ জাল করা ও মুদ্রার অবক্ষয়	৬২
• সুদ (রিবা) নিষিদ্ধ	৬৪
৪. রাষ্ট্র এবং পাবলিক ফাইন্যান্সের ভূমিকা	৬৮
▪ আদালত, শান্তি ও স্থিতিশীলতা : অর্থনৈতিক অগ্রগতির শর্ত	৬৯
▪ রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা	৭৩
• রাজস্বের উৎস	৭৩
• অতিরিক্ত করারোপ	৭৫
• সরকারী ঋণ গ্রহণ	৭৭
• সরকারী ব্যয়	৭৮
উপসংহারমূলক	৮২
গ্রন্থপঞ্জি	৮৯

আমাদের কথা

১.

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ আল-গাজ্জালী ইসলামী সভ্যতার জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের এমন একজন ব্যক্তিত্ব, যাকে কোনো একটি শাস্ত্রের সীমার মধ্যে রেখে পাঠ করা কঠিন। ফিকহ, উসূল, ইলমুল কালাম, দর্শন, মানতিক, আখলাক ও তাসাউফে তাঁর কাজ নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এত বিস্তৃত আলোচনার মধ্যেও তাঁর চিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলনামূলকভাবে আড়ালেই থেকে গেছে, সেটি তাঁর ‘অর্থনৈতিক দর্শন’। অথচ মানুষের জীবিকা, সম্পদ, প্রয়োজন, বাজার, উৎপাদন, মুদ্রা, বাণিজ্য কিংবা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দায়িত্বের মতো প্রশ্নেও ইমাম গাজ্জালী গভীর ও সুসংহত চিন্তা রেখে গেছেন।

এর একটি কারণ সম্ভবত আমাদের আধুনিক জ্ঞানবিভাগের চরিত্র। বর্তমান সময়ে অর্থনীতি, সমাজ, দর্শন, রাজনীতি কিংবা আখলাককে আমরা পৃথক পৃথক শাস্ত্র হিসেবে পড়তে অভ্যস্ত। ঐতিহ্যিক জ্ঞানচর্চায় বিষয়গুলোকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখার প্রবণতা ছিলো না। ইমাম গাজ্জালীর রচনায়ও মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন জগৎ নয়। জীবিকা অর্জন থেকে বাজারের কার্যক্রম, সম্পদের ব্যবহার থেকে উৎপাদন, সবকিছুই তাঁর কাছে মানুষের বৃহত্তর জীবন, আখলাকী দায়িত্ব, সামাজিক সম্পর্ক এবং দুনিয়া ও আখেরাতের উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত। ফলে গাজ্জালীর অর্থনৈতিক চিন্তাকে বুঝতে হলে শুধু কিছু অর্থনৈতিক ধারণা আলাদা করে পাঠ করলে চলে না; তাঁর সামগ্রিক জীবনদর্শনের ভেতরে সেগুলোর অবস্থানও বুঝতে হয়।

এই জায়গাতেই ‘ইমাম গাজ্জালীর অর্থনৈতিক দর্শন’ গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা। পাশ্চাত্যের প্রভাবশালী অর্থনৈতিক চিন্তার প্রচলিত ইতিহাসের একটি বড় সমস্যা হলো, সেখানে গ্রিক ও রোমান চিন্তার পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস প্রায় অদৃশ্য করে দেয়া হয়। জোসেফ শুম্পটারের বহুল আলোচিত ‘Great Gap’ ধারণায়ও এই প্রবণতার প্রকাশ দেখা যায়, যে ধারণাকে গ্রহণ করে নিলে মনে হতে পারে যে থেকো-রোমান সময় এবং

বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত অর্থনৈতিক দর্শন ও চিন্তার চর্চা বোধহয় একরকম অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিলো। অথচ এই সময়েই ইসলামী সভ্যতায় ইমাম আবু ইউসুফ, ইবনে সিনা, ইমাম গাজ্জালী, ইবনে রুশদ, ইবনে তাইমিয়া থেকে পরবর্তীতে ইবনে খালদুন পর্যন্ত বহু মনীষী অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রের মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা হাজির করেছেন। ‘ইমাম গাজ্জালীর অর্থনৈতিক দর্শন’ তাই শুধু ইমাম গাজ্জালীদের অর্থনীতি সংক্রান্ত চিন্তার কম আলোচিত ধারণা পুনরুদ্ধারের কাজ নয়; অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে ইসলামী সভ্যতার হারিয়ে যাওয়া একটি অধ্যায়কে তার যথাযথ জায়গায় ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাও। গ্রন্থটির আলোচনায় তথাকথিত ‘Great Gap’ ধারণার অসারতাও এই বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকেই সামনে আসে।

২.

এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছেন প্রফেসর ড. আব্দুল আজিম ইসলামী ও মোহাম্মদ গাজানফার। তাঁদের লক্ষ্য শুধু ইমাম গাজ্জালীর লেখায় অর্থনীতি-সম্পর্কিত কয়েকটি বক্তব্য খুঁজে বের করা ছিলো না। বরং তাঁর বিচিত্র রচনায় ছড়িয়ে থাকা অর্থনৈতিক ধারণাগুলোকে একত্র করে এর ভেতরের সামঞ্জস্য, ভিত্তি ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে আনাই ছিলো তাদের মূল উদ্দেশ্য। গাজ্জালীর অর্থনৈতিক দর্শন তাঁর ইসলামী বিশ্বদর্শন থেকে কীভাবে গড়ে উঠেছে, মানুষের প্রয়োজন ও কল্যাণ সম্পর্কে তাঁর ধারণা কী, এবং সেই ভিত্তি থেকে বাজার, উৎপাদন, মুদা ও রাষ্ট্রের মতো বিষয়গুলোকে তিনি কীভাবে দেখেছেন, লেখকদ্বয় বইটিতে সেই সামগ্রিক চিত্র নির্মাণের চেষ্টা করেছেন।

এই কারণেই বইটির আলোচনা শুরু হয় গাজ্জালীর অর্থনৈতিক দর্শনের ইসলামী ভিত্তি থেকে। তাঁর কাছে মাসলাহাত মানুষের জীবন ও সামাজিক কল্যাণের একটি কেন্দ্রীয় ধারণা। দীন, নফস, নসল, সম্পদ ও আকলের সংরক্ষণকে তিনি মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের সামগ্রিক কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করেন। একই সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনকেও তিনি এক স্তরে দেখেন না। জরুরিয়্যাত, হাজিয়্যাত ও তাহসিনিয়্যাতের ভিন্ন ভিন্ন স্তর মানুষের প্রয়োজন, স্বাচ্ছন্দ্য ও জীবনের উৎকর্ষকে বুঝতে একটি বিস্তৃত কাঠামো দেয়। অর্থাৎ, অর্থনীতি এখানে কেবল সম্পদ উৎপাদন কিংবা আয় বৃদ্ধির প্রশ্ন নয়; কোন সম্পদ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয়, কতটুকু যথেষ্ট, এবং সেই সম্পদ কী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে—এই প্রশ্নগুলোও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এখানেই গাজ্জালীর ‘কিফায়াহ’ ধারণা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি সমাজের জন্য ন্যূনতম জীবনধারণকে আদর্শ মনে করেননি। মানুষ শুধু অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পর্যায়ে থাকলে উৎপাদন, পেশা ও সামাজিক কার্যক্রম দুর্বল হয়ে পড়বে; এমনকি পুরো সামাজিক ব্যবস্থাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে তিনি মনে করেছেন। আবার এর বিপরীতে সীমাহীন সম্পদ আহরণ কিংবা ভোগকেও তিনি মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে স্বীকার করেননি। তাঁর চিন্তায় একটি অসাধারণ ভারসাম্য রয়েছে, যেখানে পর্যাণ্ডতা, উৎপাদনশীলতা, দায়িত্ব, সংযম ও অন্যের প্রয়োজনের প্রতি সচেতনতা একসঙ্গে কাজ করে।

এই আখলাকী ও সামাজিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই বইটির পরবর্তী আলোচনায় গাজ্জালীর অর্থনৈতিক চিন্তার বিস্তৃতি স্পষ্ট হয়। মানুষের পারস্পরিক প্রয়োজন থেকে বাজারের স্বাভাবিক বিকাশ, শ্রমবিভাজন ও বিশেষায়ন, উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর, মুদ্রার প্রয়োজন ও কার্যকারিতা, মুদ্রার অপব্যবহার, সম্পদের প্রবাহ, বাণিজ্য এবং রাষ্ট্র ও পাবলিক ফাইন্যান্সের ভূমিকা—এসব নিয়ে গাজ্জালীর বিশ্লেষণকে লেখকদ্বয় একটি পরস্পর-সম্পর্কিত কাঠামোর মধ্যে এনেছেন। ফলে পাঠকের সামনে এমন একজন গাজ্জালী উপস্থিত হন, যিনি শুধু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের আখলাকী সীমা নির্ধারণ করছেন না; অর্থনৈতিক জীবন কীভাবে গড়ে ওঠে এবং সমাজের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের ওপর কীভাবে নির্ভরশীল হয়ে ওঠে, সেটিও বিশ্লেষণ করছেন।

গ্রন্থটির বিশেষত্ব এখানেই যে, গাজ্জালীর অর্থনৈতিক চিন্তাকে বর্তমান অর্থনীতির ভাষায় জোর করে রূপান্তর করা হয়নি; আবার একে কেবল ঐতিহাসিক নানান চিন্তার সংকলন হিসেবেও রাখা হয়নি। বরং তাঁর নিজের জ্ঞানতাত্ত্বিক ও ইসলামী কাঠামোর মধ্যে চিন্তাগুলোকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক চিন্তার পরবর্তী ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা করে বোঝানো হয়েছে, আজ যেসব ধারণাকে আমরা আধুনিক অর্থনৈতিক আলোচনার স্বাভাবিক অংশ হিসেবে দেখি, তার অনেকগুলোর মূলসূত্র বহু আগেই ইসলামী সভ্যতার আলেমদের আলোচনায় উপস্থিত ছিলো। বইটিতে গাজ্জালীর মুদ্রা-বিষয়ক কিছু বিশ্লেষণের সঙ্গে পরবর্তী অর্থনৈতিক তত্ত্বের সাদৃশ্যও এই প্রেক্ষাপটে আলোচিত হয়েছে।

৩.

আমাদের সময়ে ইমাম গাজ্জালীর অর্থনৈতিক দর্শন পাঠ করার প্রয়োজন শুধু অতীতের একটি বিস্মৃত অধ্যায় জানার জন্য নয়। বর্তমান অর্থনৈতিক

ব্যবস্থা মানুষের সামনে এমন অনেক প্রশ্ন হাজির করেছে, যেগুলো নিছক প্রবৃদ্ধি, বাজারদর কিংবা আয় বৃদ্ধির পরিসংখ্যান দিয়ে মীমাংসা করা যায় না। সম্পদের সীমাহীন আকাজক্ষা কোথায় গিয়ে থামবে, প্রয়োজন ও বিলাসিতার সীমা কী, বাজারের সঙ্গে আখলাকের সম্পর্ক কোথায়, সম্পদের অধিকার ও সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য কীভাবে তৈরি হবে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের অধীন থাকবে কি না—এসব প্রশ্ন আজ আরও প্রকট। গাজালীর অর্থনৈতিক দর্শন এসবের কোনো সরল প্রস্তুত উত্তর আমাদের হাতে তুলে দেয় না। কিন্তু অর্থনীতিকে কোন প্রশ্নের মুখোমুখি করতে হবে এবং মানুষ, সম্পদ ও কল্যাণের সম্পর্ককে কোন বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে, সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার উপাদান দেয়।

বিশেষত গাজালীর চিন্তায় সম্পদকে একদিকে প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর উপকরণ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে তাকে মানুষের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যে পরিণত করার বিপদও দেখানো হয়েছে। অর্থনৈতিক চেষ্টা ও জীবিকা তাঁর কাছে অবজ্ঞার বিষয় নয়; বরং সামাজিক জীবন সচল রাখা এবং মানুষের দায়িত্ব পূরণের জন্য তা অপরিহার্য। একই সঙ্গে অপব্যয়, কৃপণতা, সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ কিংবা উদ্দেশ্যহীন ভোগের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান অর্থনীতিকে আখলাকী মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত রাখে। এই ভারসাম্যই তাঁর চিন্তাকে আমাদের সময়েও পাঠযোগ্য করে তোলে।

ইসলামী চিন্তা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের প্রকাশনা কার্যক্রমে ইসলামী অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাসকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করি। ইসলামী অর্থনীতি নিয়ে বাংলা ভাষায় আলোচনা আছে, কিন্তু তার একটি বড় অংশ আধুনিক ব্যাংকিং, ফাইন্যান্স কিংবা প্রাথমিক কিছু আলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর পেছনে যে দীর্ঘ চিন্তার ইতিহাস আছে, যেখানে বাজার, সম্পদ, উৎপাদন, শ্রম, মুদ্রা, রাষ্ট্র, মানবিক প্রয়োজন ও আখলাক নিয়ে বহু শতাব্দী ধরে আলোচনা হয়েছে, সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় এখনো পর্যাণ্ড নয়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য শুধু সমকালীন ইসলামী অর্থনীতির বই অনুবাদ করাই যথেষ্ট নয়; ইসলামী সভ্যতার নিজস্ব অর্থনৈতিক চিন্তার ঐতিহাসিক বিকাশকেও বাংলা ভাষায় সামনে আনতে হবে। ইমাম গাজালীর অর্থনৈতিক দর্শন প্রকাশের পেছনে আমাদের এই আগ্রহও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন তরুণ অনুবাদক ও গবেষক নাজিয়া তাসনিম। ইতিপূর্বে ইসলামী চিন্তা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের প্রকাশনা বিভাগ থেকে তাঁর অনূদিত ইসলামী অর্থনীতি: পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকল্প প্রস্তাবনা প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ গ্রন্থটিও সম্মানিত অনুবাদকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে চিন্তাশীল পাঠকদের নিকট সাদরে গৃহীত হবে বলে আমরা আশাবাদী। বর্তমান গ্রন্থে একদিকে রয়েছে ইসলামী জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিভাষা, অন্যদিকে অর্থনৈতিক চিন্তার নিজস্ব ভাষা ও ধারণা। ফলে অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল বক্তব্যের যথার্থতা বজায় রাখা এবং একই সঙ্গে বাংলা ভাষায় একটি স্বাভাবিক ও পাঠযোগ্য রূপ দেওয়া, উভয় দিকেই সতর্কতার প্রয়োজন ছিলো। অনুবাদ ও সম্পাদনার বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা সেই ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করেছি।

আমরা আশা করি, এই বইটি পাঠকের কাছে শুধু ‘ইমাম গাজ্জালী অর্থনীতি নিয়েও কথা বলেছেন’ এই তথ্য জানানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং ইসলামী সভ্যতার মনীষীদের আমরা কীভাবে পড়ি, অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাসকে কীভাবে নির্মাণ করি এবং সমকালীন অর্থনৈতিক প্রশ্নের সঙ্গে নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের সংলাপ কীভাবে তৈরি করতে পারি-সেসব নিয়েও নতুন আত্ম সৃষ্টি করবে। বিশেষত অর্থনীতি, ইসলামী চিন্তা, উসূল, মাকাসিদ এবং জ্ঞান ও সভ্যতার ইতিহাস নিয়ে যারা গবেষণা করছেন, তাঁদের জন্য এই গ্রন্থ আরও বিস্তৃত অনুসন্ধানের একটি প্রবেশপথ হয়ে উঠবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

অনুবাদ, সম্পাদনা কিংবা পরিভাষার ব্যবহারে অনিচ্ছাকৃত কোনো ত্রুটি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবহিত করার অনুরোধ রইলো। পরবর্তী সংস্করণে সেসব সংশোধন ও পরিমার্জনের সুযোগ আমাদের কাজকে আরও সমৃদ্ধ করবে। মহান আল্লাহ এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, জ্ঞানকে আমাদের জন্য কল্যাণকর করুন এবং ইসলামী সভ্যতার সমৃদ্ধ জ্ঞানতাত্ত্বিক মীরাসকে বাংলা ভাষায় আরও গভীরভাবে পাঠ, অনুধাবন ও বিকশিত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সাদ মুসান্না

অক্টোবর, ২০২৬

উত্তরা, ঢাকা